০৮-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন, তোমাদের বাচ্চাদের তাঁর মতন অশরীরী বানাতে, যখন তোমরা অশরীরী হবে তখনই বাবার সাথে যেতে পারবে ।"

প্রশ্ন :- বাবার কোন আদেশনামা পালন করলে নিরন্তর যোগী হতে পারবে ?

উত্তর :- বাবার প্রথম আদেশনামা হলো যে, বাচ্চারা তোমাদের এই দেহকে ভুলতে হবে। দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করলে বাবার স্মরণ নিরন্তর চলতে থাকবে । সর্বদা একটাই শিক্ষা নিশ্চিত করো যে আমি আত্মা নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী, এর ফলে তোমাদের দেহ- অহংকার সমাপ্ত হয়ে যাবে । বুদ্ধিতে কোনো দেহধারীর স্মরণ না এলে তাহলে নিরন্তর যোগী হতে পারবে ।

গান :- তোমাকে পেয়ে আমরা পুরো দুনিয়া পেয়েছি.....

ওম্ শান্তি । এটা কে বললো ? আত্মা বললো ওম্ অর্থাৎ আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা । এই সব বোঝবার কথা । প্রথমে তো নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করো । প্রথম আমি আত্মা। পরে শরীর প্রাপ্ত হয় । আমরা আত্মারা কার সন্তান ? সেই শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । উনি সর্বদাই শান্ত স্বরূপ । আমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীর নিই । পার্ট প্লে করি । শিববাবা বিচিত্র । সেই আত্মার নিজের কোনো চিত্র নেই । তোমাদের তো নিজের চিত্র (শরীর) আছে । তোমরা সব সময় কথা বলছ । বাবা বলেন, আমি সর্বদাই বিচিত্র (বিদেহী) , ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর সূক্ষ্ম চিত্রবান (শরীরী) । আমি বিচিত্র (বিদেহী)। তোমরা আত্মারাও আমার সাথে নির্বাণধামে থাকো । বিচিত্র বাবা বসে আমাদের এই জ্ঞান শোনান । তোমরা আত্মারা তাঁর কাছ থেকে শোনো। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, এই হলো দুঃখধাম । মানুষ বলে আমরা পতিত হয়েছি । কিন্তু আমাদের এমন পতিত কে বানিয়েছে ? বাবা তো বানাননি ? মাতাপিতার রূপে তোমরা বাবার মহিমা করো, তোমরা বলো তুমি মাতা, তুমিই পিতা... তাঁর সাথে যে অনন্ত সুখের ঘেরাতে ছিলে, তাকে সমস্ত ভারতবাসী স্মরণ করে । একে ভ্রাতৃত্ব ভাব বলে । তারপর তোমরা শরীরে এলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা হয় । আত্মা অবিনাশী, কিন্তু তোমরা বলতে পারোনা এটা ফাদারহুড । সন্ন্যাসীরা বলে, শিবোহম্ এবং ততত্বম অর্থাত্ আমি শিব, যে তুমি, সে-ই আমি ; অথবা তারা এমনও বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাহলে তো সবাই ফাদার হয়ে যায়, এই কথা নিয়ম বিরুদ্ধ । বাচ্চারা মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির বর্সার জন্য আহ্বান করে । তাহলে যখন এখানে আস তখন নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো । আমি আত্মা ; এমন না যে আমি পরমাত্মা । আমরা হলাম আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার আমরা সবাই বাচ্চা, ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । তোমরা সবাই ব্রহ্মার সন্তান আর শিববাবার পৌত্র পৌত্রী। সবাই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । মানুষ বলে হে, ঈশ্বরীয় পিতা । যাই হোক, তোমরা যদি তাঁকে সর্বব্যাপী বলো , তাহলে বর্সা কি করে পাবে । ভক্তিমার্গে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে । ভগবান এক এবং তোমরা সবাই ভক্ত । ব্রাইডস অনেক, ব্রাইডগ্রুম অথবা সাজন এক্, অতি পরম প্রিয় । উঁনি বাবা আর বাকি সবাই তাঁর সন্তান । সুতরাং, আর অন্য কাউকে তোমরা স্মরণ ক'রো না। বাবার আদেশ, ওহে আমার বাচ্চারা !

তোমাদের এই দেহকে স্মরণ করো না । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । আত্মাই বলে, আমরা দুঃখী, আমরা ভ্রষ্টাচারী। এখানে তো দৈবী রাজত্ব নেই । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিলো, যেখানে রাজা রানী এবং প্রজাগণ সুখী ছিলো । অকাল মৃত্যু হতো না । খুব অল্প সংখ্যক মানুষ ছিলো । এই সবকিছু ভারতবাসী ভুলে গেছে, আমাদের ভারত আগে হেভেন ছিলো । এমনকি তারা বলেও হেভেনলি গড ফাদার । নিরাকার দুনিয়াকে হেভেন বলা হয়না । স্মরণ করো, আমরা আত্মা নিরাকার দুনিয়ার অধিবাসী । তোমাদের অন্য কাউকে স্মরণ করা উচিত্ নয় । দেহ-অভিমান ছেড়ে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এই যে কুম্ভ মেলা হয়, সেটা সুন্দর সঙ্গমযুগের মেলা নয় । সঙ্গম হলো কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি । কলিযুগ পতিত দুনিয়া । একজনও পবিত্র নেই । যদিও মহাত্মারা আছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই পবিত্র নয় । তাঁরা সবাই বলেন , এই দুনিয়া পতিত । মানুষ কুম্ভে যায় পবিত্র হওয়ার জন্য । তারা গঙ্গায় স্নান করে ; অতএব, তারা নিশ্চয়ই পতিত হবে । সাধু-সন্ন্যাসীরা সবাই সেখানে যায় পবিত্র হতে । বাবা বলেন, আমি তখনই আসি যখন অধিক মাত্রায় ভ্রষ্টাচার বেড়ে যায় এবং মানুষ অতি দুঃখী হয়ে যায় । আমি এসে সবাইকে উদ্ধার করি। আমি পাথর বুদ্ধি সব গণিকা, সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু ইত্যাদির উদ্ধার করতে আসি, কেননা তারা পবিত্র আত্মা নয় । পতিত দুনিয়ায় কেউ পবিত্র হয়না এবং পবিত্র দুনিয়ায় কোনও অপবিত্র কিছু থাকেই না ; সেটাই আইন । সাধুগণ নিজেদের মহান আত্মা ভাবেনা, তাঁরা তো নিজেদের পরমাত্মা ভাবে । শিবোহম্ বলে। প্রাচীন মহাত্মারা বলে থাকেন যে, পরমাত্মা আদি অন্তহীন, তিনি রচয়িতা এবং তাঁর রচনা আদি অন্তহীন । তাহলে তিনি নির্বাণধাম নিয়ে যাবেন কি করে ? ওদের জানা নেই যে ভারত জীবন মুক্ত ছিলো । সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । কেবল সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীরা ছিলো । তারপর সূর্যবংশী বদলে গিয়ে চন্দ্রবংশী হয় । সূর্যবংশীরা পরিবর্তিত হয়ে যখন চন্দ্রবংশীয় হয় ; তাদের পুনর্জন্ম নিতে হয় । তাঁরা ৮৪ বার পুনর্জন্ম নেয়, ৮৪ লাখ নয়, এটা বড়সড় একটা মিথ্যা ! ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত্রি, সুতরাং ৮৪ জন্ম নিতেই হয় । বাবা এখানে বসে আছেন এবং বোঝাচ্ছেন, এখন আর অন্য কাউকে স্মরণ করো না । আমি আত্মা, পরম প্রিয় পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । এমন না যে সবাই পরমাত্মার স্বরূপ । এটা তো অসম্ভব ব্যাপার । এটাই একমাত্র ভুল, যা মানুষ করে থাকে । বাবা এক এবং একমাত্র, বাকিরা সব বাবার বাচ্চা । সব আত্মারা ব্রাদার্স । তারপর তোমরা যখন শরীরে আসবে তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলবে, তাই না । সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণরা হবে । ভারতে তো বিভিন্ন রূপ দেখানো হয়েছে । ব্রাহ্মণেরা শীর্ষদেশ ! ভগবানের উচ্চ থেকে উচ্চ সন্তান । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো । শিববাবার পৌত্র পৌত্রী , প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা । শিববাবার বাচ্চারা তো সবাই আত্মা । তোমরা বর্সা শিববাবার থেকে নিচ্ছো । শিববাবা তোমাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করে দেন আর মায়া সেইসব শূন্য করে দেয় । গাওয়া হয়ে থাকে পতিত-

পাবন সীতারাম । যাই হোক, মানুষের বুদ্ধিতে ত্রেতার রাম সীতা আছে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্য এবং ত্রেতাযুগ হলো সুখধাম । ওখানে দুঃখের নাম গন্ধও থাকে না । পতিত-পাবন সকলের বাবা, এক এবং একমাত্র । এমনকি এখানে, মানুষ হনুমান মন্দিরে গিয়ে বলে, তুমি মাতা -তুমিই পিতা । এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? সবার সদগতি দাতা পতিত পাবন একজনই আছেন । উনি জ্ঞানের সাগর । এই যে সাগর থেকে নদী বের হয় সে সবই তো একই জল। জল পতিত পাবন হতে পারে না । কোনো এমন জায়গায় নেই যেখানে বলা যেতে পারে যে জলে স্নান করলে পবিত্র

হয়ে মুক্তি হয়ে যাবে । এটা তো হতে পারে না । এক তো হলো মুক্তি আর দ্বিতীয় হলো জীবন মুক্তি । সদগতি অথবা জীবন মুক্তি দাতা একজনই আছেন । এই হলো পতিত দুনিয়া। ভারতবাসী জানে যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিলো আর কোনো অন্য খন্ড (জায়গা) ছিলো না । পাঁচ হাজার বছরের কথা তোমরা ভুলে গেছো । অন্যান্য সমস্ত জায়গার অস্তিত্ব পরে পাওয়া যায় । এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে । দেখো বাচ্চারা, সব সময় মনে রাখবে - যখন তোমরা বাবার থেকে শোনো তখন এটা ভেবো না যে, ইঁনি দাদা বলছেন নাকি ব্রহ্মাবাবা। শিববাবা, যিনি সবার রচয়িতা উঁনি এখানে বসে রচনার রহস্য বোঝাচ্ছেন । ঋষি মুনি সবাই বলে পরমাত্মা আদি অন্তহীন, তাই তারা তাঁকে জানেনা । তোমরা ব্রাহ্মণেরা তো আস্তিক হয়েছো যারা এই নিশ্চয় করো যে বাবা আমাদের নিজের আর রচনার জ্ঞান প্রদান করেন । ত্রিকালদর্শী বানান । ঋষি মুনি ইত্যাদি কেউই ত্রিকালদর্শী নয় । বাবা বলেন দেবী দেবতাও ত্রিকালদর্শী নন ।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা ত্রিকালদর্শী হয় । এই হলো ব্রাহ্মণদের শীর্ষ শিখা । ব্রাহ্মণদের দ্বারা নতুন রচনা রচিত হয়। তোমরা হলে সবার থেকে উত্তম । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে ভারতকে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ বানাও । শ্রীমত্ তো কেবল ভগবানের হয় , কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ পতিত পাবন নয় । পতিত-পাবন এক এবং একমাত্র । উঁনি সবার বাবা । সর্ব সময় স্মরণ করো, আমরা আত্মারা অরগ্যান দ্বারা শুনি । আত্ম - অভিমানী হও । আমি তোমরা আত্মাদের জ্ঞান দিই, এই কারণে গাওয়াও হয় যে, যখন সদগুরু জ্ঞান অঞ্জন দেন, তখন সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায় । তিনি পতিত -পাবন, সদগতি দাতা । বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন, তারপর টিচার হয়ে তাদের পড়ান এবং তারপর গুরু হয়ে সদগতি দান করেন । সদগতি দেবার জন্য একমাত্র বাবাই আছেন। বাচ্চারা তোমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য অথবা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই পড়াশোনা করছো । এখন এই পতিত মনুষ্য সৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে দৈবী দুনিয়া তৈরি হতে চলেছে । বর্তমানে যদিও মানুষ দেবতাদের পূজো করে, কিন্তু তারা জানেনা যে তারা নিশ্চিত দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলো । যাঁকে পূজো করা হয় তাঁরই ধর্ম বলা হয় । ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী-দেবতার ধর্ম ছিলো, এটা স্বর্গেই হবে। এখন তারা বলে, মানুষ ৮৪ লাখ জন্ম নেয় । তারা সবাই কি ততো জন্ম নেয় ? এতো লাখ জন্ম হলে তার জন্য সেইরকমই বড় কল্প প্রয়োজন । ড্রামা অনুযায়ী পূর্ব পরিকল্পিত এই নাটক রচিত হয়েছে । যা অতীত হয়েছে তাই ড্রামা । তোমরা বাচ্চারা একমাত্র মুলবতন , সূক্ষ্মবতন জানো । তোমরা বাচ্চারা হলে স্ব-দর্শনচক্রধারী । মানুষ বলে, বিষ্ণু স্ব-দর্শন চক্রধারী । বাবা বোঝাচ্ছেন - বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ, স্ব-দর্শন চক্রধারী নন । একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরা স্ব-দর্শনচক্রধারী । সত্যিই কত পার্থক্য হয়ে যায় । ওরা বলে যে কৃষ্ণের স্বদর্শন চক্র ছিলো । যুদ্ধক্ষেত্রে যে চক্র তিনি চালনা করেছিলেন এবং তার ফলে কৌরবেরা মারা গিয়েছিল । কিন্তু দেবীদেবতারা কখনও হিংসার আশ্রয় নেননা । তাঁরা তো ডবল অহিংসক হন । না তো ওঁদের মধ্যে বিকার হয় আর না তো লড়াই । সবথেকে বড় হিংসার কাজ হলো একে অপরকে বিষ পান করানো, কাম কাটারি চালানো । বাবা বলেন, এর জন্য আদি মধ্য অন্ত দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে । সত্যযুগে কাম কাটারি চলত না ; ভাইসলেস রাজ্য ছিলো । সর্বগুণসম্পন্ন , মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিলো । সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত ছিলো । হিংসা ছিলো না। এই সময় রাবণের রাজত্ব চলছে । ৫ বিকার সর্বব্যাপী আছে । আর ওরা বলে দেয় পরমাত্মা

সর্বব্যাপী । এই যে ১০০ বছরের মধ্যে এই সায়েন্স দ্বারা বিমান ইত্যাদি বেরিয়েছে তা কিসের জন্য ? এটা তো ট্রায়াল হচ্ছে । সব জিনিস ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে আসবে । এইসবের দ্বারা এখন সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে । তারপর সব সুখের কাজে লাগবে । এখানে সুখ যেমন আছে, তেমন দুঃখও আছে । এই সবকিছুকে মায়ার পাম্প বলা হয় । বিনাশ হবে এটা তো ভালোই হবে, তাই না । সবাই ডাকে পতিত পাবন এসো -- এসে কি করবো? বাবা আবারও একবার স্বর্গের স্থাপনা করুন তাহলে আমরা সুখে থাকবো। বাবা বোঝান, বাচ্চারা , এই নাটক তৈরি করা থাকে । বাবা সুখধাম রচনা করেন — রাবণ তারপরে দুঃখধাম বানিয়ে দেয় । শান্তিধাম থেকে আত্মারা প্রথমে সুখধামে আসে। পবিত্র আত্মারাই আসে । এই সময় সব আত্মারা পতিত হয়ে গেছে । তাইতো স্মরণ করে, বাবা আসুন । বাবাও ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছেন । বাবা বলেন , যখন সবাই দুঃখী হয়ে যায়, তখন আমাকে আসতেই হয় । কলিযুগের অন্তিম আর সত্যযুগের আদির এটা সঙ্গম । সঙ্গমের সময় কুম্ভ মেলা হয়। সেটা হলো জলের সাগর আর নদীর মেলা । তোমরা বলবে যে এই হলো পরমপিতা পরমাত্মার আর আমরা আত্মাদের মেলা । বাবার তো নিজের শরীর নেই । বাবা বলেন যে বাচ্চারা আমার নলেজ দেবার জন্য শরীর তো নিশ্চয়ই চাই । নাহলে আমি কি করে কথা বলব, এই জন্য আমি এঁনাকে অ্যাডপ্ট করি। তোমরা এখন ঈশ্বরের সামনে এসেছো । বাবার দ্বারা জানতে পেরেছো যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান । এখন পরমপিতা পরমাত্মা জিজ্ঞেস করেন যে আমি কেমন করে আসব ? কার মধ্যে প্রবেশ করব ? নিশ্চয়ই আমাকে পতিত দুনিয়ায় আর পতিত শরীরে আসতে হবে । এরা সব শ্যাম বর্ণের হয় । বাবা বলেন তোমরা সব গৌর বর্ণের ছিলে । এখন শ্যাম বর্ণের হয়েছো । তোমাদের প্রত্যেকের নাম — শ্যাম সুন্দর । এখন শ্যাম বর্ণের হয়েছো । কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যাম সুন্দর । সবসময়েই ভারত সুন্দর ছিল । স্বর্ণযুগ ছিল । ফার্স্ট ক্লাস প্রকৃতি ছিলো । ওখানে পঙ্গু প্রতিবন্ধী হতো না । কৃষ্ণ নম্বর ওয়ান শ্যাম সুন্দর ছিলেন । শিববাবা এঁনার (ব্রহ্মার) দেহের আধার নিয়ে এঁনাকে আর তার সাথে সাথে বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্যাম বর্ণের থেকে সুন্দর বানিয়ে থাকেন । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমরা ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ শিখর, সবথেকে উত্তম, এই নেশায় থেকে শ্রীমত অনুসারে ভারতকে শ্রেষ্ঠতম থেকেও শ্রেষ্ঠ বানাবার সেবা করতে হবে । আস্তিক হতে হবে আর আস্তিক বানাতে হবে ।

২) দেহ অহংকার ছেড়ে আত্ম অভিমানী হতে হবে । বিচত্র (অশরীরী) হবার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :- প্রত্যেক কর্মকে যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত করে কর্মযোগী হয়ে নিরন্তর যোগী ভব

কর্ম যোগী আত্মার প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হতে হবে । যদি সাধারণ বা ব্যর্থ কর্ম হয়ে যায় তাহলে নিরন্তর যোগী বলা যায় না । নিরন্তর যোগ অর্থাৎ স্মরণের আধার হলো ভালোবাসা । যাকে ভালো লাগে সে স্বতঃতই স্মরণে থাকে । ভালোবাসার জিনিস নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে । তাইতো প্রত্যেক সেকেন্ড, প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক বচন যেন সর্বদা শ্রেষ্ঠ হয় আর একমাত্র বাবার সাথেই হৃদয়ের ভালোবাসা থাকে তাহলেই বলা যাবে কর্মযোগী যে সে-ই নিরন্তর যোগী ।

স্লোগান :- পরিশ্রম থেকে ছুটি পেতে হলে প্রেমের দোলায় দুলতে থাকো ।